বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকর
স্মৃতি বক্তৃতা—২০২২

১৪ই এপ্রিল ২০২২

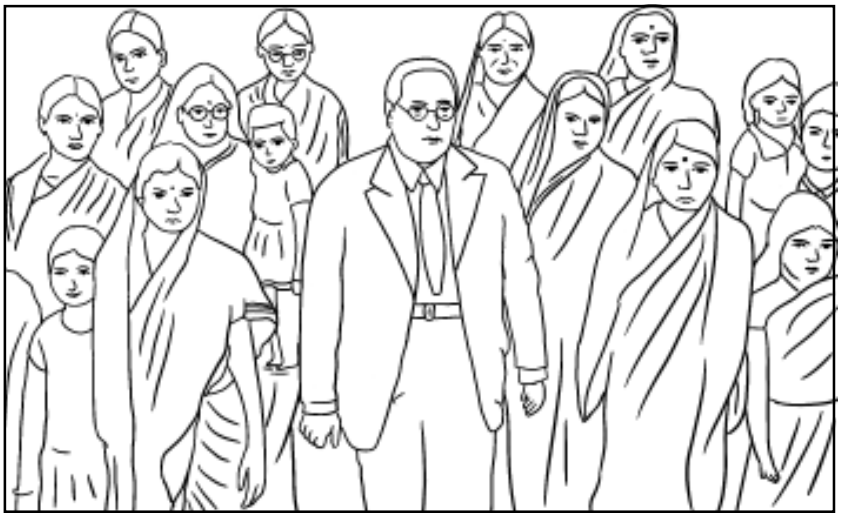

ঃ আয়োজক ঃ

All India Federation of Bengali Buddhists

(নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)

কলকাতা-৭০০ ০১৫

বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকর
স্মৃতি বক্তৃতা—২০২২

১৪ই এপ্রিল ২০২২

বিষয় ঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ভাবনায় নারী সমাজ
বক্তা ঃ সঙ্গীতা বড়ুয়া

ঃ আয়োজক ঃ

All India Federation of Bengali Buddhists
(নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)
৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কলকাতা-৭০০ ০১৫

Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar Remembrance Speech–2022

14th April 2022 at 6:00 p.m.

Subject :
Babasaheb Ambedkar's thoughts on Women

Speaker :
Sangeeta Barua

Venue :
Seminar Hall
Dharmadhar Satabarshiki Bhaban, Kolkata-700 015

Organiser :

(www.aifbb.org)
All India Federation of Bengali Buddhists
50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani (Pottery Road),
Kolkata-700 015, West Bengal

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি বক্তৃতা-২০২২
‘বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ভাবনায় নারী সমাজ’
সঙ্গীতা বড়ুয়া

স্বত্বাধিকারী : প্রকাশ সংস্থা

প্রকাশকাল : ১৪ই এপ্রিল ২০২২

প্রকাশক : শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া, শ্রী নবারুণ বড়ুয়া
(কোষাধ্যক্ষ) (সহ-সম্পাদক)
All India Federation of Bengali Buddhists
(নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)
৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কলকাতা-৭০০ ০১৫

মুদ্রক : ভেনাস প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ৬২৯০৮৫৫৪৫৭

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা

উৎসর্গ

ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র মহামান্য পূজনীয় চতুর্থ সংঘরাজ তথা All India Federation of Bengali Buddhists (নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন) সংগঠনের আশির্বাদক ভদন্ত সত্যপাল মহাস্থবির মহোদয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

নারী সমাজের শিক্ষা আন্দোলনের অনন্য দিশারী তথা পথপ্রদর্শক সাবিত্রীবাঈ ফুলে ও বাবাসাহেব আম্বেদকরের সহধর্মিনী তথা বাবাসাহেবের নানা সাফল্যের অন্যতম অন্তরাল সঙ্গী রমাবাঈ'কে এই প্রকাশনার মাধ্যমে সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দ জানায় বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন

বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের স্মরণে;

আজ ১৪ই এপ্রিল ২০২২ বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী সমগ্র ভারতে তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। মুক্তিকামী বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জীবনে তিনি ছিলেন এক আলোর দিশারী। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা-প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য সর্বপরি মানসিক দৃঢ়তা তাঁকে সমকালীন মানব সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। দারিদ্রতা এবং বর্ণ-শ্রেণী-লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য ও অসাম্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আজও বাবাসাহেবের জীবন এক অদম্য প্রেরণা।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন তথা All India Federation of Bengali Buddhists দীর্ঘ দিন যাবৎ বাবাসাহেবের জন্মদিবসকে স্মরণীয় করতে বিভিন্ন কার্যক্রম সংগঠিত করে। প্রতি বৎসর ১৪ই এপ্রিল প্রত্যুষে কলকাতা ময়দানস্থ বাবাসাহেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অপরাহ্নে তাঁর জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অবদানকে স্মরণ করা হয়। বিগত ৮/৯ বৎসর যাবৎ আমাদের চেতনায় বাবাসাহেবের স্মৃতিকে অমলিন করার উদ্দেশ্যে এক 'স্মৃতি বক্তৃতা' আয়োজিত হচ্ছে। বিগত বছর গুলোতে এই পর্যায়ের মুখ্যবক্তা ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়, ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া, ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী রনজিত কুমার বড়ুয়া, শ্রী পিনাকী বড়ুয়া, শ্রী আশিস বড়ুয়া প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাবাসাহেবের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী আমাদের সংগঠন ২০১৬ সালে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় মুখ্যবক্তা ছিলেন ভারতের লোকসভার সদস্য তথা বিশিষ্টি শিক্ষাবিদ এবং কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাগণ ছিলেন শ্রী নীতীশ বিশ্বাস- জয়েন্ট রেজিষ্টার (অবঃসরপ্রাপ্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক (ড.) অভিজিৎ পাখিরা- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়।

আমাদের এবারের মুখ্য বক্তা শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া। তিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা এবং গর্বিত জননী, সর্বপরি ফেডারেশনের এক অন্যতম সহকর্মী। নানাবিধ সমাজ

কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চায়ও যত্নশীল। তাঁর বক্তব্যের বিষয়—"বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ভাবনায় নারী সমাজ"। ভারতবর্ষের নারী সমাজের বঞ্চনার অবসানে যে সকল সমাজ চিন্তকদের অবদান চিরস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, রাণী রাসমনি এবং অবশ্যই বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতি বড়ুয়া তাঁর বক্তব্যে সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, শ্রমবিধির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য তথা নারী সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে বাবাসাহেবের অসামান্য অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর উপস্থাপনা আমাদের আম্বেদকর চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করবে।

সকলের মঙ্গল কামনা করি।
ভবাতু সর্ব মঙ্গলম

১৪ই এপ্রিল ২০২২
কলকাতা

ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক)
All India Federation of Bengali Buddhists
(নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

"বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ভাবনায় নারী সমাজ"

সঙ্গীতা বড়ুয়া

ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ভারতবর্ষের এক দিকপাল ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং নবভারতের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট আইন বিশারদ, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, তত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বিশিষ্ট লেখক, সম্পাদক, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্র বিপ্লবী এবং ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ।

ড. আম্বেদকর ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী এবং ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য স্থাপক। বৌদ্ধ ধর্ম ও গৌতম বুদ্ধের জীবনী দ্বারা আম্বেদকর বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই অনুপ্রেরণাকে সম্বল করে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, বার্মা (মায়ানমার) ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি 'ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা' গঠন করেন এবং ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর 'বৌদ্ধ ধর্ম' গ্রহণ করে বুদ্ধের প্রবর্তিত শিক্ষা 'ধম্ম'-এর অনুসারী হন। এই অনুসরণের ফলস্বরূপ তাঁর সর্বশেষ বই হল "বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম"।

আম্বেদকর ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার মহোও (Mhow) নামে একটি গ্রামে মাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই মাহার জাতিকে তৎকালীন ভারতে অস্পৃশ্য জাতি হিসাবে গণ্য করা হত। তাঁর পিতার নাম ছিল রামজি শকপাল। তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সুবেদার। মাতার নাম ছিল ভীমাবাঈ। আম্বেদকর ছিলেন তাঁর পিতা-মাতা'র সর্বকনিষ্ঠ এবং চতুর্দশতম সন্তান। পিতার উৎসাহে ছোট থেকেই তিনি পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। প্রারম্ভিক শিক্ষা জীবনে তিনি স্থানীয় একটি বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে তাঁর পরিবার সতরায় চলে গেলে সেখানকার সরকারী বিদ্যালয় থেকে পরবর্তী স্কুল শিক্ষা লাভ করেন। এরপর বম্বের (মুম্বাই) এলফিনস্টোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান ও এলফিনস্টোন কলেজ থেকে আই-এ

পাশ করেন। ১৯১৩ সালে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে আম্বেদকর আমেরিকা যান এবং ১৯১৫ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.A ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ ইকোনোমিক্সে ভর্তি হন, কিন্তু বৃত্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে পুনরায় আবার ভারতে ফিরে আসতে হয়। ১৯২১ সালে তিনি আবার 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে অর্থনীতিতে M.Sc ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯২৩ সালে D.Sc ডিগ্রিও পান। তিনি লন্ডনের Gray's Inn এর অধীনে আইনচর্চার অনুশীলন শুরু করেন।

দলিত পরিবারের সন্তান হওয়ায় ছাত্রাবস্থা থেকেই আম্বেদকরকে বিভিন্ন হেনস্থার শিকার হতে হয়। উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর একসাথে বসার অনুমতি ছিল না এমনকি জল পিপাসা পেলে জলের পাত্র পর্যন্ত স্পর্শ করার অধিকারও ছিল না।

অল্প বয়স থেকেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়ন, বঞ্চনা ও পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ার দরুণ আম্বেদকর এ কথা উপলব্ধি করেন যে নানারকম সামাজিক অবিচারের প্রধান উৎস হল ভারতের 'জাত ব্যবস্থা'। সেই কারণেই তিনি ভারতের জাত ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত নানা অবিচারের বিরুদ্ধে সারা জীবন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ভারতের মহিলা ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সমবেদনাকে শুধু তাত্ত্বিক আকারে উপস্থাপিত করেননি, তার সার্থক রূপায়নের চেষ্টা করেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার পর নতুন সরকারের প্রথম আইনমন্ত্রী হন ড. আম্বেদকর। ২৯শে আগস্ট আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও হন। ফলে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের এক নতুন মুক্ত সংবিধান গঠনের দিক উন্মোচিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে সংঘের-চর্চা নিয়ে অধিক পড়াশোনাই সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়। তাঁর এই কাজ সমকালীন পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। মার্কিন ইতিহাসবিদ্ গ্রাণভিল অস্টিন আম্বেদকর প্রণীত ভারতীয় সংবিধান খসড়াকে সর্বোত্তম সামাজিক নথিপত্র হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

আম্বেদকর ভারতবর্ষের নারীদের অধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। কারন সেই সময় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাধান্য ছিল প্রবল। সমাজের অগ্রগতিতে একপ্রকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাল্যবিবাহ,

বহুবিবাহ, অকাল বৈধব্য, সতীপ্রথার মত অসংখ্য কুসংস্কার। ধর্মের নামে নারীদেরই বলির যূপকাষ্ঠে চড়ানো হয়েছিল।

তখন নানাভাবে আম্বেদকরই সমাজে নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন নারীদের নিয়ে যেসব ভোগবাদী চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল সেগুলি যেন আবর্জনা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ড. আম্বেদকর নারী আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন "নারী মর্যাদা সুরক্ষা" আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনে ড. আম্বেদকরের আহ্বানে সমাজের সর্বস্তরের সব বর্ণের নারীরা সাড়া দিয়ে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের মূল বিষয় বস্তুগুলি ছিল— ১. নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষা, ২. নারী সুরক্ষা, ৩. নারী শিক্ষা, ৪. ধর্মীয় ও সামাজিক সম অধিকার। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করে ড. আম্বেদকর বলেন— যে সমাজে নারী ও পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা সমান, সেই সমাজ দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহন করে। পুরুষের সাথে সমান দক্ষতায় সমান ক্ষমতা অর্জন করার উপরেই তিনি অধিক গুরুত্ব দেন।

১৯২০ সালে 'মুখনায়ক' পত্রিকা এবং তারপর 'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং দলিত সমাজের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। এই পত্রিকা গুলির মাধ্যমে তিনি লিঙ্গ সাম্যের পক্ষে কিছু যুগান্তকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন,— "আমরা অতি শীঘ্রই শুভ দিন দেখব এবং আমাদের উন্নয়ন আরো গতিশীল হবে যদি পুরুষের সাথে নারীরাও সমানভাবে শিক্ষায় মনোযোগী হয়। নারী সমাজ কতটা এগোতে পারল সেই নিরিখেই আমি সমাজের অগ্রগতি পরিমাপ করি। একটি নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবারও সুশিক্ষিত হয়।" নারীর সম্পত্তির অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাঁর নিরলস প্রয়াস বিশ্বের স্বনামধন্য নারীবাদীদের উৎসাহিত করেছিল।

আম্বেদকর শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন নারীদের অধিকারের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন সেগুলি হল—

১. নারী ও পুরুষের সমহারে বেতন : ইতিপূর্বে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রায় অর্ধেক বেতন দেওয়া হত।

২. শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন আম্বেদকরের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবদান হল চাকুরিরতা মহিলা কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বা ম্যাটারনিটি লিভ চালু করা। তিনিই প্রথম ভারতে এই ব্যবস্থা চালু করেন।

৩. পুরুষদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ও ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার আইন প্রণয়ন করেন।

৪. এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকুরিতে নিয়োগ।

আইনমন্ত্রী থাকাকালীন ড. আম্বেদকর সমগ্র নারী জাতিকে ধর্মীয় ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে পার্লামেন্টে 'হিন্দু কোড বিল' (১৯৫৫-৫৬) পেশ করেন। জহরলাল নেহেরুসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে এই বিল প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। নারীদের অধিকার আদায়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এমন অনীহা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং ০৭.০৯.১৯৫১ সালে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর এমন আত্মত্যাগ ইতিহাসে এক বিরলতম ঘটনা। এই বিলে যা যা ছিল তার কয়েকটি হল—

বাল্যবিবাহ রদ → নারী শিক্ষার স্বার্থে মেয়েদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছর করা।

বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ → কোনো কারণ ছাড়া ইচ্ছামত এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যাবে না।

বিবাব বিচ্ছেদ আইন → স্বামী বিনা কারণে ইচ্ছামত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে না কিন্তু স্ত্রী অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারবে।

বিধবা নারীর সম্পত্তি ও সন্তান দত্তক নেবার অধিকার → মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার দেওয়া হয় এবং সন্তান দত্তক নেওয়ারও অধিকার দেওয়া হয়।

ড. আম্বেদকর নারীদের সমাজে স্বাধিকারের জন্য যে অদম্য লড়াই ও স্বাধীন চিন্তাধারার এক অনন্য প্রয়াস দেখিয়েছিলেন তা আরো বেশি সংঘবদ্ধ হলে তবেই তাঁর প্রদর্শিত পথ ভারতের সার্বিক কল্যাণ সূচিত করবে।

সবশেষে আজ আম্বেদকরের জন্মদিনে আমি একজন নারী হিসাবে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই।

বীর বিপ্লবী আম্বেদকর
তোমারে করি প্রণাম,
হাজার বছরের বিষ-বাষ্পে
ভরেছিল এদেশের বাতাস
তারই মাঝে দিয়েছ তুমি
স্বাধীন হয়ে বাঁচার আশ্বাস।।